দৈনিক খবর

তারিখ 05 AUG 1992

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

120

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ

দৈনিক খবরে সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদসূত্রে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ সহস্রাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এবং সেই সাথে শিক্ষা উপকরণের অভাবজনিত কারণে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কোন এক সূত্রের বরাত দিয়ে উক্ত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১২৩টি থানায় ৮ হাজার ৯শ' ৮০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষার স্বার্থে অন্ততঃ ৪৪ হাজার ৯শ' শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৮ হাজার ৪শ' ৬৫ জন। প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, ১৬টি জেলার মধ্যে নওগাঁয় ৭৭২টি, নাটোরে ৩৯৪টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩৫৯টি, রাজশাহীতে ৫৩৬টি, পাবনায় ৬৪৪টি, সিরাজগঞ্জে ৬৯০টি, জয়পুরহাটে ২৫৪টি, বগুড়ায় ৯৩৭টি, রংপুরে ২৯১টি, কুড়িগ্রামে ৫৪১টি, নীলফামারীতে ৪০৫টি, দিনাজপুরে ৮২৮টি, পঞ্চগড়ে ৩০০টি, ঠাকুরগাঁয়ে ৪০৭টি এবং লালমনিরহাটে ২৫০টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শুধু শিক্ষকের অভাব নয়, অন্য যে সব কারণে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে সে সম্পর্কেও আভাস দেয়া হয়েছে ঐ খবরে। যেমন অনেক স্কুলেই নাকি ঘর নেই। যার দরুন খোলা আকাশের নীচে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করতে হয়। অন্যদিকে অধিকাংশ স্কুলেই নাকি বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল- এগুলো নেই। আবার বেশ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাদের মধ্যে কর্তব্যে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া অনেক স্কুলে রয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব, রয়েছে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থার অভাব এবং এ জাতীয় আরো কোন কোন সমস্যা।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর ছাপা হচ্ছে। এটা আমাদের জন্যে বাস্তবিকই এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। কেননা যে প্রতিকূল অবস্থার মুখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে তাকে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। সরকার ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। এই প্রকল্পের কাজ সীমিতসংখ্যক থানাগুলোতে চালু করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অন্যান্য থানায় যে লোপ পেয়েছে এমনটি ভাবার কোন অবকাশ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সূচনালগ্নেই আমরা বলেছিলাম যে, প্রাথমিক [illegible] ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে যে সমস্যাগুলো বিরাজমান সেগুলো দূর করতে [illegible] শুধু প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে কোন ফায়দা হবে না। কা[illegible]এ তাই দেখা গেলো। সরকার একদিকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা[illegible]ষণা দিলেন অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো ছিলো সেগুলো দূর করার ব্যাপারে ত্বরিত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। যার দরুন অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিক্ষাদানের পরিবেশ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, কোন বিদ্যালয়ে যদি প্রয়োজনসংখ্যক শিক্ষক অথবা শিক্ষার জন্যে অপরিহার্য শিক্ষা উপকরণ না থাকে তাহলে কোন অবস্থাতেই সেখানে লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। আর লেখাপড়াই যদি না হয় তাহলে বিদ্যালয় থাকা না থাকা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বাস্তবতা এই যে, বহসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই। দীর্ঘকাল ধরেই শূন্য রয়েছে শিক্ষকদের পদ। প্রধান শিক্ষক নেই এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এ ছাড়া শিক্ষা উপকরণের অভাব তো আছেই। সংস্কারের অভাবে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা। উন্মুক্ত আকাশের নীচে মাটিতে বসে লেখাপড়ার ঘটনাও বিরল নয়। অনেক স্কুল ভবনের প্রায় ধসে পড়ার মত অবস্থা। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল ও ব্লাক বোর্ডের অভাব- এসব তো খুবই মামুলী ব্যাপার।

আর এই অসুবিধা ও সমস্যাগুলো যে কেবল উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাও নয়। সমস্যাটা আসলে কম-বেশী সকল এলাকার জন্যেই প্রযোজ্য। খবরের কাগজ দেখেই আমরা এটা আঁচ করতে পারি।

কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যাকে দীর্ঘকাল জিইয়ে রেখে না জাতির কোন কল্যাণ হবে না প্রাথমিক শিক্ষার।

আমরা শিক্ষাকে জাতীয় উত্তরণের প্রধানতম বাহন বলেই মনে করি। আমরা মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে, শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করেই জাতির পক্ষে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব। সরকারও নিশ্চয়ই সেটা মনে করেন বলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু সরকারের এটা মনে রাখা উচিত, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই গলদ পুষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উল্লেখিত সমস্যাগুলো দূর করার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাংখিত অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়- এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা শিক্ষার সমুদয় উদ্দেশ্যই বানচাল হয়ে যাবে।